যুগান্তর

APR. 19 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ...

ছাত্রদলের নতুন কমিটি গঠন নিয়ে নানা গুঞ্জন

গিয়াস উদ্দিন রিমন

'ছাত্রদলের নতুন কমিটি গঠনের কি সময় হয়েছে'– এ প্রশ্ন এখন ঘুরপাক খাচ্ছে বিএনপির নীতিনির্ধারকদের মাঝে। ছাত্রলীগের নতুন কমিটি গঠনের পর, সাড়ে ৫ মাস আগে স্থগিত হওয়া ছাত্রদলের কার্যক্রম চালুর বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনায় উঠে এসেছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হাওয়া ভবনেও চলছে আলোচনা, ক্যাম্পাস-দলীয় কার্যালয়ে জোর গুঞ্জন– কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে কমিটি কি ধরনের হবে তা নিয়ে দেখা দিয়েছে নানা মত। কেউ পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের কথা বলছেন, কারও প্রস্তাব ছোট পরিসরের আহ্বায়ক

ছাত্রদল : পৃষ্ঠা : ১৯ কলাম : ৫

ছাত্রদল : নতুন কমিটি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কমিটি গঠন, কেউবা বলছেন সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি গঠনের মাধ্যমে বয়স্ক, অছাত্র ও বিবাহিত নেতাদের ছাত্র রাজনীতি থেকে বিদায় করে দেয়ার কথা। গত ১০ বছরে ছাত্রদলের সম্মেলন হয়নি, কাউন্সিলের মাধ্যমে কমিটি গঠন হয়নি। কেউ কেউ তাই সম্মেলন ও কাউন্সিল করে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে কমিটি গঠনের পক্ষে জনমত গড়তে চাচ্ছেন। বিশেষ করে আওয়ামী লীগ বিরোধী দলে আসার পরও কাউন্সিলের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ভোটে ছাত্রলীগের নতুন কমিটি গঠন করায় ছাত্রদলের কাউন্সিলের দাবি নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে। তবে সারাদেশে গ্রুপিং-কোন্দলে দীর্ঘদিনে ভেঙে পড়া সাংগঠনিক কাঠামোতে ছাত্রদলের কাউন্সিল অনুষ্ঠানে সমস্যা রয়েছে অনেক। কেন্দ্রীয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতৃত্বের জন্যই স্পষ্টত তিনটি গ্রুপ জোর চেষ্টা চালাচ্ছে। দেড় বছর আগে গঠিত সর্বশেষ কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা মহানগরী কমিটি পুনর্গঠিত না হওয়ায় চার বছর বয়সী ওই কমিটিগুলো পুনর্গঠন অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

নতুন কমিটি গঠন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার খবর সম্পর্কে বিএনপির নীতিনির্ধারক মহল থেকে অস্পষ্ট স্বীকৃতি মিললেও নেতৃত্ব প্রত্যাশীরা জোরেশোরে মাঠে নেমেছেন। গত ৬ মাস যাদের সংগঠনের কোন কর্মকাণ্ডে দেখা যায়নি তারাও এখন সারাদিন পার করে দিচ্ছেন মধুর ক্যান্টিনের টেবিলে। ক্যাম্পাস জুড়ে স্থানে স্থানে ছাত্রদল নেতাকর্মীদেরই জটলা-মহড়া। দলের নীতিনির্ধারণে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছে চলছে তদবির। তবে নেতাকর্মীদের কাছে এটা অস্পষ্ট, কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া কোথায় চলছে, কাদের ওপর কমিটি গঠনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। দায়িত্বশীল একাধিক সূত্র আভাস দিয়েছে, বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয় হাওয়া ভবন থেকেই নতুন কমিটির ঘোষণা আসবে। সেক্ষেত্রে গত দু'বারের কমিটি গঠন প্রক্রিয়ায় উপেক্ষিত দলের ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আমান উল্লাহ আমানের ভূমিকা এবার কি হবে তা নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা চলছে। কারণ সপ্তাহখানেক আগে আমান উল্লাহ আমান হাওয়া ভবনে গিয়ে তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠক করার পরই মূলত নতুন কমিটি গঠন প্রক্রিয়া শুরুর গুজব ছড়িয়ে পড়ে। তারেক রহমান ছাত্রদলের নতুন কমিটি গঠনের জন্য আমান উল্লাহ আমানকে দায়িত্ব দিয়েছেন এ কথা শুনে ছাত্রদল নেতারা স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী আমানের সচিবালয়ের অফিস ও গুলশানের সরকারি বাড়িতে ভিড় জমাতে থাকে। কিন্তু হাওয়া ভবন সূত্র বলছে, মন্ত্রণালয়ের কাজের বিষয়ে আলোচনার জন্যই আমান নিজে সাক্ষাৎ চেয়ে তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করেছেন। সম্ভবত তিনি দলের প্রভাবশালী নেতা ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেনের সঙ্গে একই মন্ত্রণালয়ে কাজ করতে তার সমস্যার কথা তুলে ধরে মন্ত্রিসভার পরিবর্তন বা রদবদলে তাকে ছোট হলেও কোন একটি মন্ত্রণালয়ের 'দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী' করার অনুরোধ করেছেন। ছাত্রদলের কেউ কেউ ধারণা করছেন, এবারের কমিটি গঠন প্রক্রিয়ায় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে। তবে ছাত্রদলের কমিটি গঠন নিয়ে শেষ পর্যন্ত বিএনপির বিবদমান কট্টরপন্থী ও উদারপন্থী গ্রুপ আবারও মুখোমুখি হতে পারে– এমন আশঙ্কাও করা হচ্ছে। সে কারণে ছাত্রদলের কমিটি গঠনের কাজে বিএনপি চেয়ারপারসন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার স্পষ্ট নির্দেশ ও নির্দেশনা অপরিহার্য হয়ে উঠছে। সংশ্লিষ্টদের ধারণা, নতুন কমিটি করার জন্য তারেক রহমানকে একক দায়িত্ব দেয়া কিংবা এ্যানি-সোহেলসহ সাবেক কয়েকজন সভাপতি-সাধারণ সম্পাদককে যৌথ দায়িত্ব প্রদান বা বিভিন্ন পক্ষের কাছ থেকে দু-তিনটি কমিটির প্রস্তাব নিয়ে হাওয়া ভবনে তা সমন্বয়ের যে কোন একটি বিকল্প বেছে নেয়া হতে পারে।

বিএনপি নেতৃত্বাধীন চার দলীয় জোট ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজির ঘটনায় ছাত্রদলের মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মী-ক্যাডার থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় নেতাদের জড়িয়ে পড়ার খবরে উদ্বিগ্ন প্রধানমন্ত্রী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম স্থগিত করে দেন। কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম স্থগিত থাকায় ব্যতিক্রম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাড়া সারাদেশেই সংগঠনের কার্যক্রম ঝিমিয়ে পড়েছে। কিছুদিন ধরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে আসার পর ছাত্রদলের কমিটি গঠনের প্রশ্নটি সামনে উঠে আসে। অনেকেই মত দিচ্ছেন যে, ছাত্রদলের কার্যক্রম আবার চালু করা ও নতুন কমিটি গঠনের মতো সহনীয় পরিবেশ তৈরি হয়েছে। তবে অন্যান্য বার সম্ভাব্য সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক প্রার্থীরা অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে কমিটি ঘোষণার জন্য নেতাদের চাপ দিতেন। এবার তেমন কোন সংগঠিত উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। তবে মনির হোসেন, আজিজুল বারী হেলাল, সালাহ উদ্দিন টুকু, শফিউল বারী বাবু, সেলিমুজ্জামান সেলিম, হারুনুর রশিদ হারুনদের পাশাপাশি মঞ্জুর এলাহী, এবিএম মোশাররফ হোসেন আলাদাভাবে চেষ্টা-তদবির চালাচ্ছেন। সাহাবুদ্দীন লাল্টুও মাঠে নামছেন।

১০ বছর আগে ১৯৯২ সালের মাঝামাঝি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর বৈকালিক কার্যালয় 'সুগন্ধা'য় কাউন্সিলের মাধ্যমে ছাত্রদলের রিজভী-ইলিয়াস কমিটি গঠিত হয়েছিল। সেটিই ছাত্রদলের সর্বশেষ নির্বাচিত কমিটি। এর পরের ৪টি কমিটিই ছিল মনোনীত। নির্বাচিত রিজভী-ইলিয়াস কমিটি চার মাসও স্থায়ী হতে পারেনি। '৯২-র ৪ সেপ্টেম্বর মামুন-মাহমুদ হত্যাকাণ্ডের পর ওই কমিটি ভেঙে দিয়ে সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস আলীকে জেলে পাঠানো হয়। এক বছর বন্ধ থাকে ছাত্রদলের কার্যক্রম। '৯৩ সালে গঠন করা হয় মিলন-আলম কমিটি। '৯৬-এর নির্বাচনের পর সেই কমিটি ভেঙে দিয়ে এ্যানি-সোহেলকে দায়িত্ব দেয়া হয়। '৯৮ সালে সেই কমিটি ভেঙে দিয়ে গঠন করা হয় সোহেল-পিন্টু কমিটি। ২০০০ সালের জুনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিন্টু ও লাল্টু গ্রুপের সংঘর্ষে দুজন নিহত হলে ছাত্রদলের কার্যক্রম স্থগিত করে দেয়া হয়। পরে সে বছরেরই ডিসেম্বরে পিন্টু-লাল্টুর নেতৃত্বে নতুন কমিটি গঠিত হয়। সেই কমিটির কার্যক্রম এখন স্থগিত রয়েছে। মনোনীত চারটি কমিটির অভিজ্ঞতা 'সুখকর' না হওয়ায় এবার প্রকৃত ছাত্রদের নিয়ে সন্ত্রাসীদের বাদ দিয়ে ছাত্রদলের নতুন কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে। ছাত্রদলের পূর্ণাঙ্গ কোন গঠনতন্ত্র নেই। খসড়া গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় কমিটি ছিল ১০১ সদস্যের